50

DEC

তারিখ 20 ... 1998
পৃঃ 3 কলাম 2

দৈনিক ইত্তেফাক

পাবনার নকল প্রত্যাশী পরীক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলিতে ভিড়িতেছে

পাবনা সংবাদদাতা ।। পরীক্ষায় নকল করার সুযোগের প্রত্যাশায় চলনবিল অঞ্চলসহ জেলার নয়টি থানায় চিহ্নিত কিছু কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় লক্ষ্য করা যাইতেছে। এমনকি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং শহরে অপেক্ষাকৃত ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামের কলেজগুলিকেই তাহাদের শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বাছিয়া লইতেছে। অথচ গ্রামের ঐ কলেজগুলিতে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা কম। ঘর আছে তো বসার জায়গা নাই। ছাত্র আছে তো শিক্ষক নাই। বই, পাঠাগারসহ শিক্ষার উপকরণের দারুণ অ·াব। তবে এই সকল কলেজে তেমন একটা ক্লাস করিতে হয় না। ভর্তির পর ক্লাস না করিয়াই মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়। বৃহত্তর চলনবিল এলাকায়

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

পাবনার নকল প্রত্যাশী

(৩য় পৃঃ পর)

বেশ কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জানা গিয়াছে, কিছু বেকার মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী যুবক নিজেরা চাঁদা তুলিয়া বা ডোনেশন দিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীর বেতন আদায় না হইলেও ৮০ ভাগ সরকারী অনুদান পাইলেই মোটামুটি তাহাদের চলিয়া যাইবে। গ্রামে থাকিয়া আয়টা মোটামুটি মন্দ নয়। এই ধারণা নিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তদ্বিরের মাধ্যমে অচিরেই কলেজগুলি শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিতেছে এবং শিক্ষকরাও নিয়মিত সরকারী অনুদান পাইতেছেন। মূলত: এই সকল কলেজে কাগজে-কলমে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী থাকিলেও ক্লাস করে সামান্য সংখ্যক। কিন্তু পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীর সমাগম ঘটে প্রচুর। অভিযোগ আছে, এই সকল কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে। এ কারণেই এই সকল কলেজে ভিড় বেশী হয়।

কতিপয় কলেজ শিক্ষকের সাথে, আলাপ করিলে তাঁহারা নকল প্রবণতার জন্য রাজনৈতিক চাপ, নকল রোধে অভিভাবকদের অনাগ্রহ এবং পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃংখল আচরণকে দায়ী করেন। অনেকে আবার প্রশাসনিক অসহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন। আবার কোন কলেজ হইতে নির্দিষ্ট হারে ছাত্র-ছাত্রী পাস না করিলে সে কলেজের মঞ্জুরী বাতিল হওয়ার আশংকা হইতেও অনেক শিক্ষক নকল প্রবণতাকে উৎসাহ জোগাইয়া থাকেন। অন্য কলেজে নকল হইতেছে, এখানে হইতেছে না, পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হইবে—এ ধারণাও অনেক প্রতিষ্ঠানে নকল বৃদ্ধির কারণ। কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক জানান, ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাসের কারণে এবং নোটবই সহজলভ্যতার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার পরিবর্তে নকল করাকেই পরীক্ষা পাসের সহজ উপায় মনে করে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রশাসনের পক্ষে এত অধিক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শিক্ষক-ছাত্রদের সম্মিলিত উদ্যোগে অবাধে নকল প্রবণতা চলিতেছে ঊর্ধ্ব গতিতে। বিজ্ঞ মহলের অভিমত থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ১টি (বিশেষ ক্ষেত্রে ২টি) মাত্র এবং জেলা পর্যায়ে ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য ১টি বা ২টি কেন্দ্র স্থাপিত হইলে নকল প্রবণতা কিছুটা রোধ করা সম্ভব।